বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
উন্নয়ন ও সাফল্যের বিগত দশ বছর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের সাথে রেশম চাষ সম্পৃক্তকরণঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ৩৩ টি জেলার ৯০ টি উপজেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ৫২৫ টি সমিতির ২২,৫৫৮ জন সদস্যদের মধ্যে জরিপ করে ৩,৫৭৪ জন সুবিধাভোগীদেরকে তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং রেশম চাষের সঙ্গে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ২,১৭১ জন চাষীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সম্পৃক্ত সদস্যদের মধ্যে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ রোপন মৌসুমে ১,৭৪১ জন সদস্যকে ২,৭১,৭৩৬ টি তুঁতচারা সরবরাহ প্রদান ও রোপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯৩২ জন সদস্যকে তুঁতচারা রোপন ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রাজশাহী রেশম কারখানা পরীক্ষামূলক চালুকরণঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে সিল্কসিটি রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সিল্ক পূনরুদ্ধারের লক্ষ্যে রাজশাহী রেশম কারখানার ৬(ছয়)টি পাওয়ারলুম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কোরা বলাকা, গরদের থান কাপড়সহ স্পান সিল্ক থান এবং কোরা থান কাপড় উৎপাদন শুরু হয়েছে যা এখনও চলমান রয়েছে।

পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণের জন্য রাজশাহী রেশম কারখানা উদ্বোধন করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এর নেতৃত্বে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দের পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া রাজশাহী রেশম কারখানার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

বর্তমান সরকারের মেয়াদে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাফল্য:

ক্র:	কাজের বিবরণ	পরিমান/ সংখ্যা/টাকা
১।	তুঁতচারা উৎপাদন করে রেশম চাষীদের মাঝে বিতরণ	৩৯.৫০ লক্ষ
২।	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	০.৬৫ লক্ষ কেজি
৩।	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করে রেশম চাষীদের মাঝে বিতরণ	৩৫.০১ লক্ষ
৪।	সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম গুটি উৎপাদন	১২.১৬ লক্ষ কেজি
৫।	তুঁতচাষ, পলুপালন ও রিলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০২০১ জন
৬।	রেশম ডিমের চাকী পলু পালন করে রেশম চাষীদের মাঝে বিতরণ	৭.০০ লক্ষ
৭।	চাষীদের পলু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রসারণ এলাকায় তুঁত ব্লক স্থাপন	৩০০টি
৮।	গুচ্ছাকারে রেশম চাষের উদ্দেশ্যে আইডিয়াল রেশম পল্লী নির্মাণ	১৮টি
৯।	মাঠ পর্যায়ে রেশম চাষীদের বিনামূল্যে পলুপালন সামগ্রী বিতরণ	ডালা ৮৮,০০০টি ও চন্দ্রকী ৮৮,০০০টি, ঘরা ৩৮০০টি, নেট ১৫৮০০টি
১০।	চাষীদের রেশম পোকা/ পলু পালনের জন্য সহায়তা প্রদান	১কোটি ৭৫ হাজার টাকা
১১।	সরকারি পর্যায়ে মিনিফিলেচার কেন্দ্রে রেশম সুতা উৎপাদন	১২৫৭৫ কেজি
১২।	রাজশাহীতে সিল্ক ডিজাইন-কাম-ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন	১টি (৫০০ বর্গ মিঃ)
১৩।	পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত রাজশাহী রেশম কারখানার ৬(ছয়)টি পাওয়ারলুমের গত ৩ মাসের উৎপাদন	৩৫০ গজ থান কাপড়
১৪।	দৌলতপুর, চাটমোহর,পবা, বাগবাটি, ঠাকুরগাঁও ও আলোকদিয়ায় অফিস -কাম-চাকী সেন্টার নির্মাণ	৬টি।
১৫।	অফিস -কাম-চাকী সেন্টার সম্প্রসারণ	১৪টি।
১৬।	ভোলাহাট এলাকায় চরকা সেন্টার নির্মাণ	৩টি।
১৭।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ রেশম বীজাগারে দ্বিতল রিয়ারিং হাউজ ভবন নির্মাণ	১টি (৪৪০ বর্গঃমিঃ)
১৮।	রংপুর বীজাগারে দ্বিতল আঞ্চলিক কার্যালয় কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৪০০ বর্গ মিঃ
১৯।	বিভিন্ন বীজাগার ও চাটমোহর মিনিফিলেচার, সাদামহল, ব্রাক্ষ্মণভিটা, পঞ্চগড় ও রাজবাড়ী চাকী সেন্টারসহ অন্যান্য চাকী সেন্টারের সীমানা প্রাচীর মেরামত ও নির্মাণ	৬৬১৪ বর্গ মিঃ
২০।	বিভিন্ন বীজাগারে সিসি রাস্তা মেরামত ও সম্প্রসারণ	৫৪৮৫ বর্গ মিঃ
২১।	ভোলাহাট ,মীরগঞ্জ ও ঈশ্বরদী বীজাগারে স্পিনিং সেড নির্মাণ	৩ টি (৩৮০.০০ বর্গ মিঃ)
২২।	কুমিল্লা রেশম বীজাগারে ট্রেনিং সেন্টার ও অন্যান্য ভবন মেরামত	৫টি
২৩।	বর্তমান সরকারের মেয়াদে রেশম শিল্পের উন্নয়নে উন্নয়ন খাতে এ পর্যন্ত ব্যয়	৬৫.০০ কোটি টাকা

মান্দা রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় আইডিয়াল রেশম চাষীদের রোপন সহায়তার চেক বিতরণ করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব এম.এ মান্নান

রাজশাহী মীরগঞ্জ মিনিফিলেচারে উৎপাদিত রেশম সুতা পর্যবেক্ষণ করছেন মহাপরিচালক জনাব মুঃ আবদুল হাকিম

গবেষণায় সাফল্যঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রেশম সেক্টরের উন্নয়নের জন্য তাদের গবেষণামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অধিক ফলনশীল তুঁতগাছ ও রেশমকীট জাতের উন্নয়নের জন্যও ইন্সটিটিউট সক্রিয়। নিম্নে গবেষণার সাফল্য বুলেট আকারে দেখানো হলো।

- বিএসআরটিআই জার্মপ্লাজমে ৮১ টি তুঁতজাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- বিএসআরটিআই জার্মপ্লাজমে ১১১টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- ১৬টি উচ্চফলনশীল উন্নত তুঁত জাত উদ্ভাবন। অর্থাৎ তুঁত পাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭.২০ মে.টন হতে ৪৭.০০ মে.টন এ উন্নীতকরণ;
- ২১টি উচ্চফলনশীল রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন। অর্থাৎ প্রতি শত রোগমুক্ত রেশম ডিমে গুটির উৎপাদন ৭০ কেজি হতে ৭৫ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- এক কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদনে ১৮-২০ কেজি গুটির স্থলে ১০- ১২ কেজিতে উন্নীত করণ;

বিএসআরটিআই উৎপাদিত উন্নত রেশম গুটি

বিএসআরটিআই উৎপাদিত উন্নত তুঁতগাছ

পার্বত্য এলাকায় বোর্ডের সাফল্য:

পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬.২০ লক্ষ তুঁতচারা এবং ২.০৩ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করে ২৫৭০০ কেজি রেশম গুটি উপাদন করা হয়েছে। পলুপালন সামগ্রী সহায়তা বাবদ ৫০১৮টি ডালা ও ৪০৭৫টি চন্দ্রকী, ৪৩৭টি ঘড়া, ৫৪৫৬টি নেট বিতরণসহ ৮০ জন চাষীকে পলুঘর প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রেশম চাষের উপর ২৭৬৫ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ ১০ হাজার জন লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা হয়েছে।

কাউখালী, রাঙ্গামাটিতে রেশম চাষীদের উৎপাদিত গুটি ক্রয় করা হচ্ছে।

খাগড়াছড়ি রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় পলু পরিচর্যায় ব্যস্ত রেশম চাষী

বিশেষ কার্যক্রমে বোর্ডের সাফল্য:

ভিশন ২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মসম্পাদনের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে বোর্ডের মহাপরিচালকের সাথে বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয় প্রধানদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও সেগুলোর চর্চা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে ইনোভেশন টীম গঠন করা হয়েছে। সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছার লক্ষ্যে নাগরিক সনদ প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। তথ্য প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে বোর্ডে ইতোপূর্বে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিজস্ব ওয়েব সাইটে সকল প্রকার তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রেশম সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়

মন্ত্রণালয়ের সাথে বোর্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মশালায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব দিলীপ কুমার সাহা কর্তৃক ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদান

বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাফল্যঃ

১. ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয়কার্য চালুকরণ;

২. ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করে ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালুকরণ;

৩. বোর্ডের ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/bsdbmotj) চালুকরণ;

৫. বোর্ড প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে ইন্টারনেট ও নিজস্ব ওয়েবমেইল চালুকরণ;

৬. বোর্ড প্রধান কার্যালয় সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ;

৭. অনলাইন এর মাধ্যমে নাগরিক মতামত প্রদান/পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

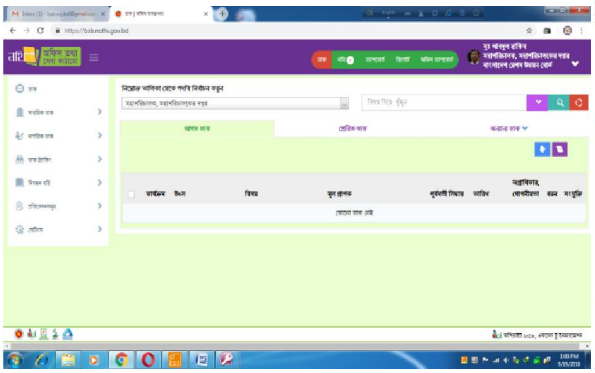

ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম

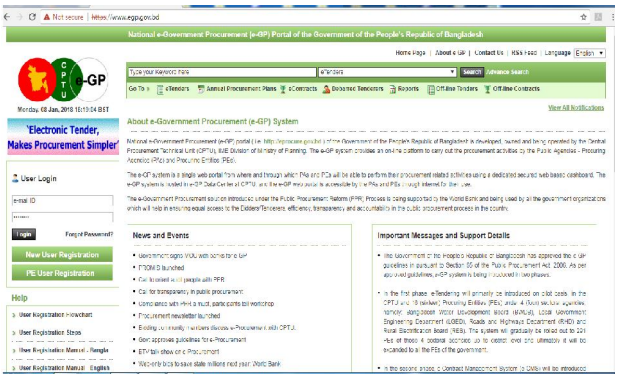

ই-জিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়নে বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। রেশম শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ডের ভবিষ্যৎ প্রধান পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপ:

- রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেগা প্রকল্প গ্রহণ;
- পূর্ণাঙ্গরূপে রেশম কারখানা চালুকরণ;
- রেশম চাষীদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- চীন-ভারত থেকে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ;
- আরও উচ্চফলনশীল উন্নত তুঁতজাত ও রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন;
- রেশম চাষী ও বসনীদের ডাটা বেজ প্রস্তুতকরণ।